মাটির নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, জেলা কার্যালয়, বগুড়া

কৃষি মন্ত্রণালয়

মাটির নমুনাঃ

মাটির নমুনা হলো কোন জমি হতে সংগৃহীত কিছু পরিমাণ মাটি যা ঐ জমির মাটির গুণাবলীর প্রতিনিধিত্ব করে।

মাটি হলো ফসলের খাদ্য ভান্ডার। কিন্তু অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারনে মাটির উর্বরা শক্তি ক্রমেই কমে যাচ্ছে। ফলে ফসলের ফলন ও উৎপাদন আশানুরূপ হচ্ছে না। এমতাবস্থায় প্রয়োজন মাটির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করা।

এ জন্য মাটির উর্বরতা সংরক্ষণসহ ফসলের কাঙ্খিত ফলন বৃদ্ধির জন্য মাটি পরীক্ষা করে সুষম সার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। তাই মাটি পরীক্ষার জন্য সঠিক পদ্ধতিতে মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

মাটির নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্য

- ❖মাটিতে কি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান আছে তা জানা।
- ❖পুষ্টি উপাদানের ভিত্তিতে ঐ মাটিতে কি পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে তা নির্ণয় করা।
- ❖খরচ কমানো এবং ফসলের উৎপাদন বাড়ানো ।

মাটির নমুনা সংগ্রহের উপকরণঃ

- কোদাল / খন্তা / নিড়ানী / বেলচা / অগার
- প্লাস্টিকের বালতি / গামলা / পলিথিন সীট
- মোটা পলিব্যাগ ও সুতলী
- লেবেল বা ট্যাগ

যে স্থান থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে হয়

সাধারণত এক খন্ড জমির উপরিস্তর থেকে সমদূরত্বে ৯টি স্থান থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে হয়। যে স্তর লাঙ্গল বা পাওয়ার টিলার/ট্রাকটরের ফলা দ্বারা কর্ষিত হয় এবং ফসলের শিকড় ছড়ায় (চিত্র-১ ক ও খ) সেই স্তর পর্যন্ত মাটি নিতে হয়।

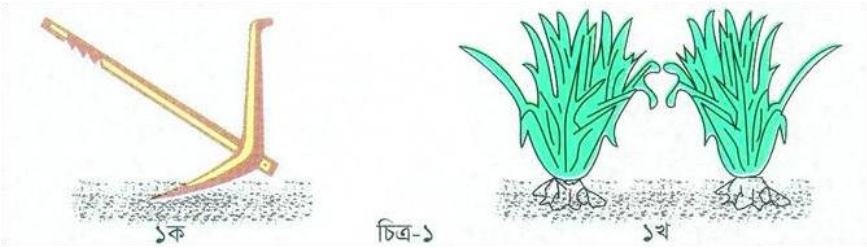

১ক চিত্র-১ ১খ

জমি থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহের নিয়মঃ

১। জমির চার সীমানা থেকে ২-৩ মিটার বা ৪-৬ হাত ভিতরে সমান্তরালভাবে সমদূরত্ব বজায় রেখে ৯টি স্থান থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

২। রাস্তা বা বাঁধের নিকটবর্তী স্থান/পরিত্যাক্ত ইটের ভাটা/সদ্য সার প্রয়োগকৃত জমি/গোবর বা কম্পোস্ট কিম্বা যে কোন আবর্জনা স্তুপকৃত জায়গা/ফসলের নাড়া পোড়ানোর জায়গা থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা যাবে না।

৩। একাধিক প্লটের মাটির নমুনা পরীক্ষা করাতে হলে প্রতি খন্ড জমি হতে আলাধাভাবে মাটির মিশ্র নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

৫। জমির আয়তন অনুযায়ী জমিতে ৯টি স্থান চিহ্নিত করতে হবে।

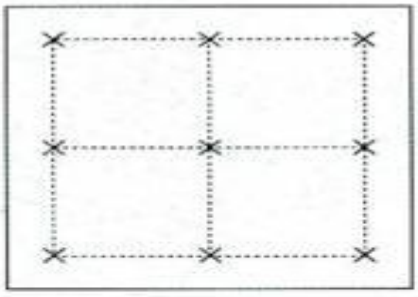

চিত্র-২

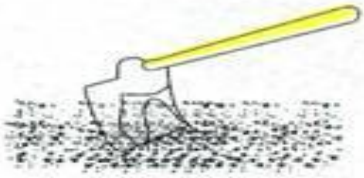

চিত্র-৪ক

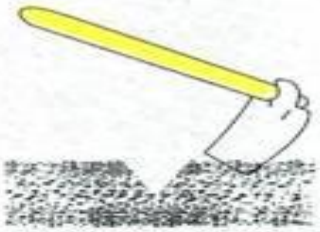

চিত্র-৪খ

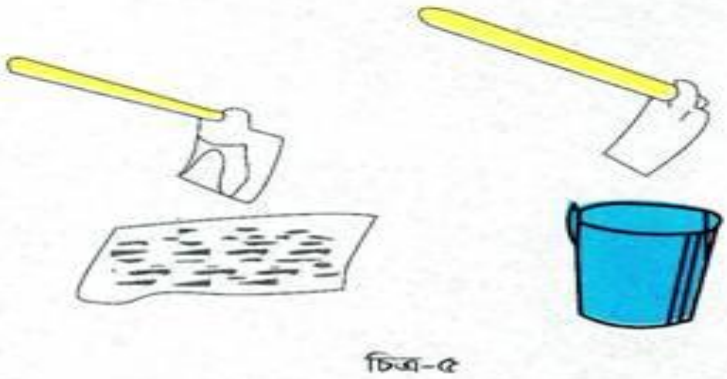

চিত্র-৫

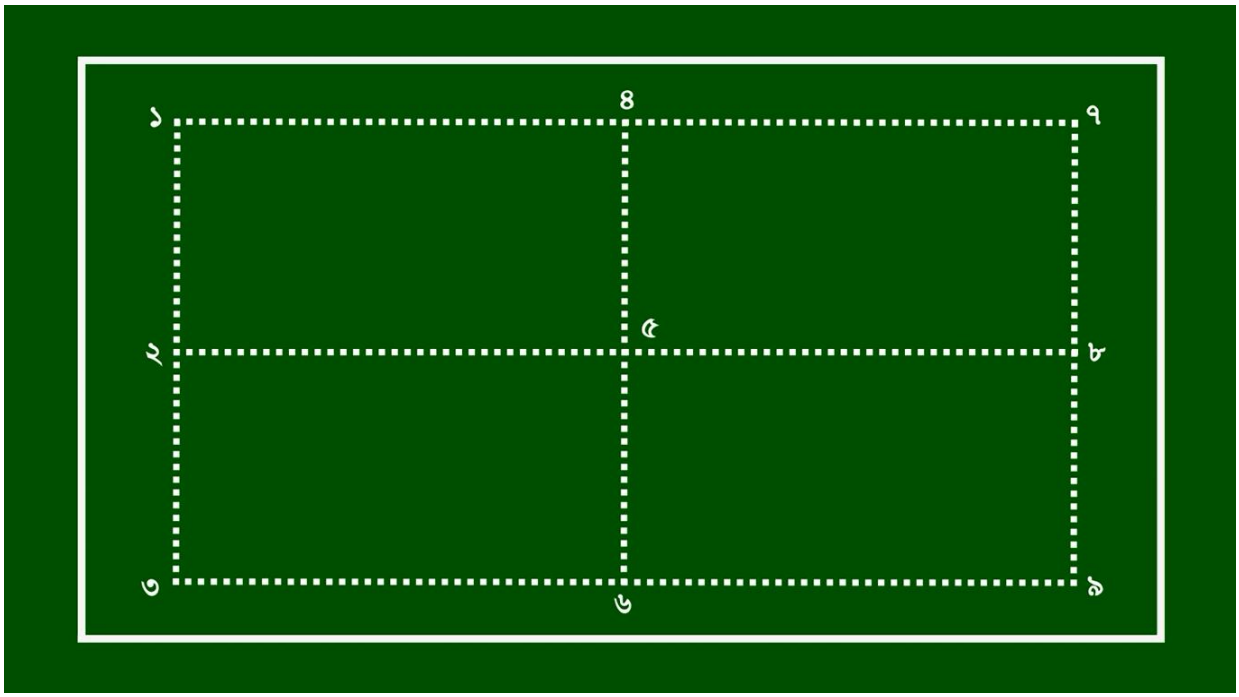

৬। পরিস্কার কোদাল বা খন্তা বা যে কোন খনন যন্ত্রের সাহায্যে কর্ষণ স্তরের গভীরতা পর্যন্ত 'V' আকৃতির গর্ত করতে হবে

৭। গর্তের একপাশ থেকে ৪ আঙ্গুল পরিমাণ (৭-৮ সেমি) পুরু মাটির চাকা তুলে চাকাটির দুই পাশ এবং কর্ষণতলের অংশ (যদি থাকে) কেটে চাকাটি পলিথিন শীটের উপর কিংবা প্লাস্টিক বালতিতে রাখতে হবে

৮। একইভাবে ৯টি স্থান থেকে সংগৃহীত একই পরিমাণ মাটি বালতি/পলিথিন শীটে রাখতে হবে।

সংগৃহীত মাটির নমুনা ভালভাবে মিশ্রিতকরণ

১। পরিস্কার পলিথিন শীট বা বালতিতে রাখা সংগৃহীত মাটির নমুনার চাকাগুলো পরিস্কার হাতে গুড়ো করে ভালভাবে মেশাতে হবে

২। মেশানোর সময় মাটিতে ঘাস বা শিকড় থাকলে ফেলে দিতে হবে।

৩।মেশানো মাটি সমান ৪ ভাগে ভাগ করে দুকোন থেকে দু ভাগ ফেলে দিতে হবে। বাকী দু ভাগ মাটি আবার মিশিয়ে তা থেকে ৫০০ গ্রাম পরিমাণ গুড়ো মাটি পলিথিন ব্যাগে রাখতে হবে।

৪। মাটি ভেজা বা আদ্র থাকলে ছায়াযুক্ত স্থানে শুকিয়ে নিতে হবে

৫। ভেজা মাটির ক্ষেত্রে মাটির পরিমাণ এমনভাবে নিতে হবে যাতে শুকালে মাটি মোটামুটি ২৫০ গ্রাম থাকে।

মাটির নমুনা ব্যাগে লেবেল বা ট্যাগ লাগানো

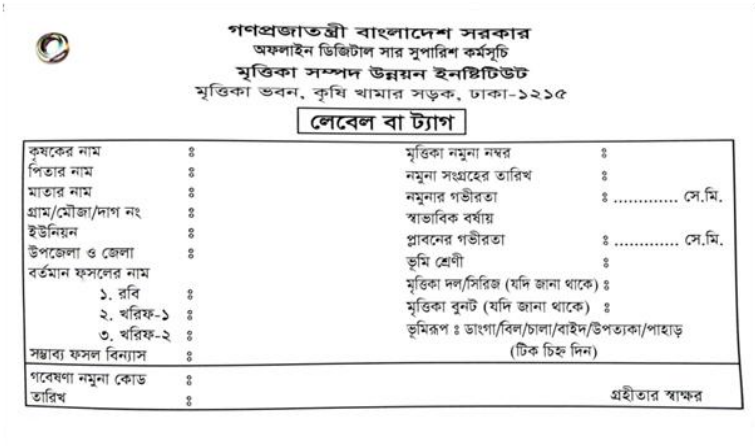

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অফলাইন ডিজিটাল সার সুপারিশ কর্মসূচি
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট
মৃত্তিকা ভবন, কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫

লেবেল বা ট্যাগ

কৃষকের নাম	ঃ	মৃত্তিকা নমুনা নম্বর	ঃ
পিতার নাম	ঃ	নমুনা সংগ্রহের তারিখ	ঃ
মাতার নাম	ঃ	নমুনার গভীরতা	ঃ ..... সে.মি.
গ্রাম/মৌজা/দাগ নং	ঃ	স্বাভাবিক বর্ষায়	
ইউনিয়ন	ঃ	প্লাবনের গভীরতা	ঃ ..... সে.মি.
উপজেলা ও জেলা	ঃ	ভূমি শ্রেণী	ঃ
বর্তমান ফসলের নাম		মৃত্তিকা দল/সিরিজ (যদি জানা থাকে)	ঃ
১. রবি	ঃ	মৃত্তিকা বুনট (যদি জানা থাকে)	ঃ
২. খরিফ-১	ঃ		
৩. খরিফ-২	ঃ	ভূমিরূপ ঃ ডাংগা/বিল/চালা/বাইদ/উপত্যকা/পাহাড় (টিক চিহ্ন দিন)	
সম্ভাব্য ফসল বিন্যাস	ঃ		
গবেষণা নমুনা কোড	ঃ		
তারিখ	ঃ	গ্রহীতার স্বাক্ষর	

১। ছক-এ দেয়া তথ্যসম্বলিত একটি লেবেল বা ট্যাগ লাগিয়ে ঐ ব্যাগটির মুখ রশি দিয়ে বন্ধ করতে হবে ।
২। পরে অন্য একটি পলিথিন ব্যাগে ভরে দ্বিতীয় ব্যাগের মুখ বন্ধ করতে হবে

মাটির নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণ ও করণীয়

১। সংগৃহীত মাটির নমুনা পরীক্ষা ও সার সুপারিশ প্রদানের জন্য নিকটস্থ এসআরডিআই-এর আঞ্চলিক/কেন্দ্রীয় গবেষণাগার কিংবা ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষাগার (এলাকায় উপস্থিত থাকলে) -এ আপনি নিজে অথবা এসএএও এর মাধ্যমে খরচ সহ পৌঁছে দিতে হবে।

২। এসআরডিআই এর বিজ্ঞানীগণ গবেষণাগারে মাটি পরীক্ষা করে সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করবেন। সার সুপারিশ কার্ডটি সংগ্রহ করে সুপারিশ অনুযায়ী জমিতে সার প্রয়োগ করতে হবে।

৩।এই সার সুপারিশ কার্ডটি অনুযায়ী ৫ বছর পর্যন্ত জমিতে সার প্রয়োগ করা যাবে।

মাটি পরীক্ষা না করে সার দেয়ায়
হতাশ কৃষক

মাটি পরীক্ষা করে সুষম মাত্রায় সার
দেয়াতে অধিক ফলন

মাটি পরীক্ষা করে সার দিন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন

মাটি বাঁচলে কৃষক বাঁচবে
কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে

জনস্বার্থে

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, জেলা কার্যালয়, বগুড়া
কৃষি মন্ত্রণালয়